দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 18 FEB 2017

তিন শিক্ষক লাঞ্ছিত

স্টাফ রিপোর্টার, দিনাজপুর ॥ হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি)তে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হাতে ৩ শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিআইপি লাউঞ্জে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিক্ষকদের অপর একটি অংশের ইন্ধন রয়েছে বলে দাবি করেছেন আহত শিক্ষকরা। এ ঘটনার পর আহত এক শিক্ষককে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরাম নামে শিক্ষকদের সংগঠন থেকে বহিষ্কার করেছে প্রতিপক্ষ। লাঞ্ছনার শিকার হওয়া শিক্ষকরা হচ্ছেন, ছাত্র ও পরামর্শ বিভাগের সহকারী পরিচালক অধ্যাপক ড. তরিকুল ইসলাম, সহকারী রেজিস্ট্রার দীপক কুমার ও সহকারী অধ্যাপক জিয়াউর রহমান। নতুন উপাচার্য হিসেবে ড. মু. আবুল কাশেম যোগ দেয়ার ঘটনায় শিক্ষকরা দুটি অংশে বিভক্ত হওয়ার জের ধরে এ ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার হাবিপ্রবির ভিআইপি লাউঞ্জে প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের বৈঠক চলছিল। বিকেল ৪টার দিকে বৈঠক চলাকালে শিক্ষক ফোরামের কয়েকজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডার ঘটনা ঘটে। এ সময় বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী বৈঠকের ভেতরে প্রবেশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও পরামর্শ বিভাগের সহকারী পরিচালক অধ্যাপক ড. তরিকুল ইসলাম, সহকারী রেজিস্ট্রার দীপক কুমার ও সহকারী অধ্যাপক জিয়াউর রহমানকে মারধর করে লাঞ্ছিত করে। পরে তাদের ওই কক্ষ থেকে বের করে দেয়া হয়। জানা যায়, গত ৫ ফেব্রুয়ারি নবনিযুক্ত উপাচার্য ড. মু. আবুল কাশেম যোগ দেয়ার পর থেকেই শিক্ষকরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এর একাংশে রয়েছেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক রুহুল আমিনের সমর্থকরা এবং অন্য ভাগে রয়েছেন নবনিযুক্ত উপাচার্য ড. মু. আবুল কাশেমের সমর্থকরা। লাঞ্ছিত হওয়া ৩ শিক্ষকই নবনিযুক্ত উপাচার্য ড. মু. আবুল কাশেমের সমর্থক। লাঞ্ছিত শিক্ষক অধ্যাপক ড. তরিকুল ইসলাম জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনিই উপাচার্য হোক না কেন, কাজের উন্নয়ন ও শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে তাকে সমর্থন করা আমার নৈতিক দায়িত্ব। এ কারণেই নবনিযুক্ত উপাচার্যকে আমরা সমর্থন করে আসছিলাম। এ নিয়ে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক রুহুল আমিন ও তার সমর্থক অধ্যাপক আনিস খানসহ অন্যরা তার ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। এ কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দিয়ে তাদের লাঞ্ছিত করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি উপাচার্য বরাবরে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেছেন বলে জানান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রগতিশীল শিক্ষক ফোরামের সদস্য অধ্যাপক রুহুল আমিন বিষয়গুলো অস্বীকার করে জানান, বৈঠকে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে সংগঠনের স্বার্থবিরোধী ও নীতি-আদর্শবিরোধী কার্যক্রমের জন্য ড. তরিকুল ইসলামকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
বিশ্ববিদ্যালয়